মেহেরপুরে সাংগঠনিক সফরে আসছেন এনসিপি’র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ

আজ রবিবার সাংগঠনিক সফরে মেহেরপুর আসছেন ন্যাশনালিস্ট কনভেনশন পার্টি (এনসিপি)’র কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক জনাব সরোয়ার তুষার ও কেন্দ্রীয় মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) জনাব মোল্যা রহামাতুল্লাহ। সফরকালে তাদের সঙ্গে থাকবেন কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও জেলা প্রধান সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট সাকিল আহমেদ এবং কেন্দ্রীয় সদস্য ও মেহেরপুরের অঞ্চল তত্ত্বাবধায়ক জনাব সোহেল রানা।

সফরসূচি অনুযায়ী, আজ রবিবার সকাল ১১টায় মেহেরপুর জেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে জেলা ও উপজেলা সমন্বয় কমিটির সদস্যদের নিয়ে সাংগঠনিক সভা ও রাজনৈতিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। এ কর্মশালায় স্থানীয় নেতৃত্বকে সাংগঠনিক কর্মকৌশল ও রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হবে। পরে বিকেল ৪টায় ঐতিহাসিক মুজিবনগর পর্যটন হোটেলে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

দলীয় সূত্র জানা গেছে, এ সফরের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সাংগঠনিক কাঠামোকে শক্তিশালী করা, কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় বৃদ্ধি করা এবং আসন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি সফল করার জন্য মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীদের উদ্বুদ্ধ করা। এছাড়া স্থানীয় সমস্যাবলী ও দলীয় কার্যক্রমে উদ্ভূত সংকট নিরসনেও আলোচনা হবে বলে জানা গেছে।

নেতারা মনে করছেন, এই সফরের মাধ্যমে এনসিপি মেহেরপুরে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে এবং জেলার তৃণমূল পর্যায়ে দলকে আরও সুসংগঠিত করার সুযোগ তৈরি হবে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতাকর্মীরা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এ সফরকে ঘিরে ইতোমধ্যেই ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন।

শৈলকুপায় গণঅধিকার পরিষদের বিক্ষোভ মিছিলে ছাত্রদলের হামলা, আহত-৫

ঢাকায় গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের উপর হামলার প্রতিবাদে ঝিনাইদহের শৈলকুপায় গণ অধিকার পরিষদের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিলে হামলা করেছে ছাত্রদল।

এতে অন্তত ৫ জন আহত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাত ৯ টার দিকে উপজেলা শহরের শৈলকুপা ব্রীজ এলাকায় সামনে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, ঢাকায় গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরে’র উপর হামলার প্রতিবাদ শুক্রবার রাত ৯ টার দিকে ঝিনাইদহের শৈলকুপায় বিক্ষোভ মিছিল বের করে গণ অধিকার পরিষদ। মিছিলটি পাইলট স্কুলের সামনে থেকে বের হয়ে ব্রীজের উপর আসলে উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক সাইদুর রহমান মিঠু, সদস্য সচিব আল-আমিন, পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক ইকবাল হোসেনেরে নেতৃত্বে ১০/১৫ জন মোটরসাইকেলে এসে হামলা করে। এতে গণঅধিকার পরিষদ জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক রাব্বি হাসান, উপজেলা শাখার সভাপতি মেহেদি হাসানসহ ৫ জন আহত হয়। সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক রাব্বিকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। অন্যরা জেলা ও বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছে।
এ ব্যাপারে শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান বলেন, বিক্ষোভ মিছিলে হামলার ঘটনায় শাহজাহান নামের ছাত্রদলের একজনকে আটক করা হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ঝিনাইদহ-৪ আসনে বিভাজন

বিএনপিতে, একক প্রার্থী জামায়াতে

ছয়টি উপজেলা ও ৬ টি পৌরসভা নিয়ে ঝিনাইদহ জেলায় চারটি সংসদীয় আসন গঠিত। এর আসন গুলো হলো- ঝিনাইদহ-১ (শৈলকূপা), ঝিনাইদহ-২ (সদর-হরিণাকুণ্ডু), ঝিনাইদহ-৩ (কোটচাঁদপুর-মহেশপুর) ও ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ- সদর আংশিক)।

জেলা নির্বাচন অফিসের প্রকাশিত ভোটার তালিকা অনুযায়ী ঝিনাইদহের ৪টি সংসদীয় আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ১৫ লাখ ৮৬ হাজার ৬৭৮জন। ভোট কক্ষ-৩হাজার ৫২৪টি ও ভোট কেন্দ্র-৫৯৮টি। আজ তুলে ধরবো ঝিনাইদহ-৪।
ঝিনাইদহ -৪ (সদরের আংশিক ও কালীগঞ্জ)
কালীগঞ্জ উপজেলার ১১টি এবং ঝিনাইদহ সদরের ফুরসন্ধি, নলডাঙ্গা, ঘোড়শাল ও মহারাজপুর ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত ঝিনাইদহ-৪। এই আসনে মোট ভোটার ৩ লাখ ৪৪ হাজার ০৭ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১ লাখ ৭৩ হাজার ৬৭২ জন ও নারী ভোটার ১ লাখ ৭০ হাজার ৩২৯ জন। এ আসনে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৬ জন। ভোট কেন্দ্র ১২১টি।
জেলার চারটি সংসদীয় আসনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আসন কালীগঞ্জ। এই আসনে বিএনপির একাধিক প্রার্থী দলীয় মনোনয়নের জন্য যোগায়োগ ও তদবীর শুরু করেছেন। দলীয় কর্মসূচির পালনেও বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীরা ভোটের মাঠের হিসেবনিকেশ কষছেন। নিজ নিজ প্রভাব ও অবস্থান জানান দিতে চলছে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীদের শোডাউন। এমনকি সম্ভাব্য প্রার্থীদের সমর্থকরা একাধিকবার সংঘর্ষেও জড়িয়েছেন।

এই আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী রয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ। এ আসনে বিএনপির তৃণমূলে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছেন তিনি। পেয়েছেন তুমুল জনপ্রিয়তা। তবে এই আসনে বিএনপির সম্ভাব্য মনোনয়ন প্রত্যাশীদের মধ্যে রয়েছে উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম। তিনিও ভোটের প্রস্তুতি নিচ্ছেন জোরেসোরে। স্থানীয় একটি গ্রুপের মাঝে তার রয়েছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা, বিগত সরকারের আমলে তিনি অনেক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এই আসনে অপর সম্ভাব্য প্রর্থী ঝিনাইদহ জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেলা জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের সদস্য সচিব

এডভোকেট আকিদুল ইসলাম। তিনি এলাকায় ক্লিন ইমেজের লোক বলে পরিচিত। এই আসনে বিএনপির আরও একজন শক্ত প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী রয়েছেন তিনি হলেন জেলা বিএনপির উপদেষ্টা ও সাবেক এমপি মরহুম এম শহীদুজ্জামান বেল্টুর স্ত্রী মুরশিদা জামান।এই আসনে মনোনয়ন প্রত্যাশিদের মধ্যে চলছে চতুর মুখী লড়াই। এখন দেখা যাক কার হাতে তুলে দেয় ধানের শীষ প্রতিক।
নির্বাচনী মাঠে সক্রিয় রয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী কালীগঞ্জ উপজেলা শাখার নায়েবে আমীর, প্রবীণ রাজনীতিবিদ মাওলানা আবু তালিব। জামায়াতে ইসলাম তাকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছে। ইতো পূর্বে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনেও তিনি প্রার্থী ছিলেন। তিনি নিয়মিত নির্বাচনী মতবিনিময় সভা, কর্মী সমাবেশ ও কৌশলগত পরামর্শে ব্যস্ত সময় পার করছেন।
এছাড়াও এই আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের একক প্রার্থী মুফতী আহম্মেদ আব্দুল জলিল ভোটারদের দৃষ্টি আর্কষণের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। এ আসনে জাতীয় পার্টি (ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থ) সমর্থিত জাতীয় যুব সংহতির কেন্দ্রীয় সভাপতি হারুন অর রশীদ পার্থী হতে পারেন।

এই আসনে ভোটের মাঠে লড়বেন গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা ও জেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি প্রভাষক সাখাওয়াত হোসেন। তিনি জুলাই বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয়ায় জেলার তরুণ প্রজন্মের পরিচিত মুখ। তিনি তরুণ ভোটারদের সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ভোটারদের ভাবনা:
উপজেলার রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের পাশাপাশি সর্বসাধারণের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে,জুলাই বিপ্লব পরবর্তি নতুন প্রেক্ষাপটে ঝিনাইদহের চারটি সংসদীয় আসনের ভোটারদের মধ্যে মানসিক ব্যাপক পরিবর্তন দেখা গেছে। সাধারণ ভোটারদের কথা, বিগত দুই যুগে দেশে বারবার ভোট হয়েছে, সরকার পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু দেশের সার্বিক পরিস্থিতি ও মানবিক সমাজের তেমন উন্নতি ঘটেনি। ভোটারদের ভাবনা, এবার ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে দেশকে নতুন করে সাজানোর সুযোগ এসেছে। পেশীশক্তির ব্যবহার রোধ, দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি প্রতিরোধ, সামাজিক বিশৃঙ্খলা নিরসনে আসন্ন নির্বাচনে নিরব ভোট বিপ্লবের ইঙ্গিত সাধারণ ভোটারদের। তারা বলছেন, সামাজিক কারণে রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের সামনে চুপচাপ থাকলেও ভোটের দিন নিরবে পছন্দের যোগ্য, মেধাবী, সৎ ও ক্লিন ইমেজের প্রার্থীকেই তারা বেছে নিবেন।
ভোটাররা আগামী নির্বাচনে দল-মতের উর্ধ্বে উঠে ক্লিন ইমেজের সৎ,

যোগ্য ও মেধাবী প্রার্থীদের ভোট দিতে চান। তারা বলছেন, পেশিশক্তি প্রদর্শনকারী, ভয়ভীতি দেখানো, টেন্ডারবাজ, দুর্নীতিবাজ ও অসৎ প্রভাবশালী প্রার্থীদের তারা ভোটের মাধ্যমেই জবাব দিবেন। বিগত সময়ে এই আসনটি বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে প্রতিযোগীতা হয়ে আসছে। এবার যেহেতু আওয়ামী লীগ মাঠে নাই সেকারণে বিএনপি জনসর্মথনে একটু এগিয়ে থাকলেও দলীয় কোন্দলে নিজেরা বিপর্যস্ত। এই অবস্থা চলতে থাকলে নির্বাচনে জামায়াত বা বিকল্প কোন প্রার্থীর ভাল করার সম্ভাবনা থাকবে।

মেহেরপুর সরকারি কলেজে ছাত্রশিবিরের নবীনবরণ অনুষ্ঠান

মেহেরপুর সরকারি কলেজের অনার্স ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের বরণ করলো ইসলামী ছাত্রশিবির। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় কলেজ কনফারেন্স রুমে জেলা ইসলামী ছাত্রশিবিরের আয়োজনে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখার সভাপতি কামরুল ইসলাম নাহিদ। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি ও কেন্দ্রীয় ব্যবসায় শিক্ষা সম্পাদক গোলাম জাকারিয়া। প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম নজরুল কবীর।

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের পরিচালক আল আমিন ইসলাম বকুল, সাবেক ছাত্রশিবির নেতা সোহেল রানা ডলার, জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি আব্দুস সালাম ও সেক্রেটারি সাইদুর ইসলাম। কোরআন তেলাওয়াত করেন আবু হুসাইন।

এ সময় বক্তারা নবীনদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন এবং ক্যারিয়ার সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

গুপ্ত সংগঠনের অপচেষ্টার প্রতিবাদে মেহেরপুরে ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদল বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। দীর্ঘদিন ধরে গোপন তৎপরতায় অভ্যস্ত একটি গুপ্ত সংগঠন কর্তৃক জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু পরিবেশ বিনষ্ট এবং সারাদেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির প্রতিবাদে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লবের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি জুয়েল রানা, মেহেরপুর পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব জারজীস ইউসুফ রমিক, মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রদলের আহ্বায়ক ফাহিম আহনাফ লিংকন, গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব রিপন হোসেন, গাংনী পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব শিশির আহমেদ শাকিলসহ বিভিন্ন ইউনিটের নেতৃবৃন্দ।

ছাত্রদলের নেতারা অভিযোগ করেন, একটি স্বার্থান্বেষী মহল শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ ধ্বংসের পাঁয়তারা চালাচ্ছে। তারা এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

জুলাই ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রুপরেখা তৈরি হবে – নাহিদ ইসলাম

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহবায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, ‘১৯৭১ সালে এই মেহেরপুর থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়েছিলো।

সেই ঘোষণাপত্রের বাংলাদেশ বিনির্মাণ হয়। মুজিববাদী সংবিধানের মাধ্যমে মুক্তিযুযেদ্ধর আকাঙ্খাকে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছিলো। মুক্তিযদ্ধের ৫৪ বছরের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়নি। ২৪ এর গণঅভুত্থ্যানের মধ্যে দিয়ে আমরা নতুন করে সম্ভাবনা পেয়েছি বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য। সেই গড়ে তোলার লড়াইয়ে গণঅভুত্থ্যানের মাধ্যমে স্বৈরাচারের পতন হয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি এবার বাংলাদেশকে নতুন করে গড়ে তুলবে। স্বাধীনতার ঘোষনাপত্রে যে আকাঙ্খা ছিল, ২৪ এর গণঅভূত্থ্যানের বৈষম্যহীন বাংলাদেশের আকাঙ্খা ছিল, সেই আকাঙ্খা বাস্তবায়ন করবে গণঅভুত্থ্যানের নেতৃবৃন্দ। ফলে মেহেরপুর থেকে যে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের ডাক এসেছিলো আমরা চাচ্ছি নতুন করে জুলাইয়ের ঘোষনাপত্র তৈরি করবো। সেই জুলাই ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রুপরেখা তৈরি হবে।’

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর কলেজ মোড়ে জুলাই অভুত্থ্যানের এক বছর পূর্তিতে সারাদেশে কর্মসূচীর অংশ হিসেবে মেহেরপুরে পদযাত্রা শেষে সংক্ষিপ্ত পথসভায় তিনি এসকল কথা বলেন। মেহেরপুর শহরের শহীদ ড. সামসুজ্জোহা পার্ক থেকে পদযাত্রা করে তাঁরা কলেজ মোড়ে যায়। সেখানে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পদযাত্রা ও পথসভায় অন্যান্যদের মধ্যে অংশ নেন এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম, দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠন হাসনাত আব্দুল্লাহ, ডা. তাসনিম জারা, মুখ্য সমন্বয়ক নাসিরুদ্দিন পাটোয়ারী, মেহেরপুর জেলার যুগ্ম সমন্বয়কারী অ্যাড. শাকিল আহমেদ, সোহেল রানা প্রমুখ।

এদিকে এর আগে কুষ্টিয়ায় পদযাত্রা শেষ করে মেহেরপুরের গাংনী বাজার প্রাঙ্গনে পথসভায় বক্তব্য দেন এনসিপির শীর্ষ নেতারা।

ঝিনাইদহে আম জনতা দলের আহ্বায়ক কমিটির আত্মপ্রকাশ

ঝিনাইদহে আম জনতা দলের পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় দলটির জেলা আহ্বায়ক কমিটির নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে গত ৭ মে ঝিনাইদহ জেলা আম জনতা দলের আহ্বায়ক কমিটির অনুমোদন দেয় দলটির কেন্দ্রীয় সংসদ।

সোমবার (১৯ মে) বেলা সাড়ে ১১টায় ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে এ পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন দলটির জেলা কমিটির উপদেষ্ঠা সাবেক অধ্যক্ষ মো. সায়েদুর রহমান, জেলা আম জনতার দলের আহ্বায়ক আব্দুল্লাহ আল নোমান, সদস্য সচিব মো. সৈকত হোসেন।

এর আগে গত ৭ মে আম জনতা দলের ঝিনাইদহ জেলার ১৯৯ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটির অনুমোদনে দেয় দলটির কেন্দ্রীয় সংসদ। কেন্দ্রীয় আম জনতার দলের সভাপতি মিয়া মসিউজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদক তারেক রহমান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ কমিটির অনুমোদন দেয়া হয়। আগামী ৬ মাসের জন্য এ কমিটির অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন, জাহান লিমন, মুসকান রুবাইয়া মীরা, মইনুল হোসেন, রেজাউল ইসলাম, সৈয়দ শরিফুল ইসলাম, তুহিন আলম, মহিদুল ইসলাম, আল মামুন, নাজমুল হাসান জীম, উজ্জল হোসেন, কাশেম আলী, আশাদুল বিশ্বাস প্রমুখ।

সভায় ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ ইকবাল কাজল, সাবেক সভাপতি এম রায়হান, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম লিটন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক নিজাম জোয়ার্দার বাবলু, মাহমুদ হাসান টিপু সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের সংবাদকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

আম জনতা দলের আহ্বায়ক আব্দুল্লাহ আল নোমান বলেন, ভারতীয় আগ্রাসন বিরোধী যেকোন অবস্থান ও আন্দোলনের সঙ্গে আম জনতা দল একসঙ্গে কাজ করবে। সার্বভৌমত রক্ষা, সুশাসন নিশ্চিতকরণ ও বেকারত্ব নিরসনের লক্ষ্যে আমাদের দল কাজ করে যাবে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক সংগঠন ও সাধারণ জনগণের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ ভাবে আমরা দেশের জন্য কাজ করতে চাই।

কৃষি ও প্রবাসী আয়ই বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড

– মনির হায়দার

প্রধান উপদেষ্টার একান্ত সহকারী (ঐকমত্য) সাংবাদিক মনির হায়দার বলেছেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির দুটো জায়গাকে অর্থনীতির মেরুদন্ড বলা হয়। একটি আমাদের কৃষি ও অপরটি প্রবাসী আয়। প্রবাসীদের মর্যাদা দেওয়াসহ বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কাজ করছে।

আজ শনিবার (১৭ মে) বেলা ১২ টার দিকে মেহেরপুর শিল্পকলা একাডেমিতে প্রবাসির মেধাবী সন্তানকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, প্রবাসী মৃতের পরিবারকে আর্থিক অনুদান বীমা সুবিধা ও মৃত্যুজনিত চেক বিতরন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

ওয়েজ অনার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক ব্যারিস্টার গোলাম সারোয়ার ভূইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই চেক বিতরন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথির বক্তব্য রাখেন, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচীব ড. নেয়ামত উল্যাহ ভূঁইয়া, খুলনা বিভাগীয় কমিশনার মো: ফিরোজ সরকার, মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ, মেহেরপুর পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম পিপিএম প্রমুখ।

সাংবাদিক মনির হায়দার আরও বলেন, অনেকে গামেন্টস শিল্পকে অর্থনীতির চালিকা শক্তি বলে থাকেন। কারন, এই শিল্পেও দেশের প্রায় ৪০/৫০ লক্ষ লোক কাজ করেন। আমাদের গার্মেন্টস শিল্পে ৫০ লক্ষ লোক কাজ করলেও প্রবাসী শ্রমিকের তিন ভাগের এক ভাগ। কারণ, আমাদের প্রায় দেড় কোটি প্রবাসী রয়েছেন। সে বিবেচনায় আমাদের অর্থনীতিতে প্রবাসীদের অবদান কৃষির পরেই।

বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়া একটি দেশ চলতে পারেনা উল্লেখ করে মনির হায়দার আরও বলেন, একটি রাস্ট্র চালাতে হলে বিদেশী মুদ্রা বা ডলার লাগে। বৈদেশিক মুদ্রা দুই ভাবে আসে একটি হলো রেমিন্টেস পার্টনার ও বিভিন্ন পণ্য বিদেশে রপ্তানীর মাধ্যমে। গর্মেন্টস সেক্টরে পণ্য রপ্তানি করে ৩৫ বিলিয়ন ডলার আয় হয়। তবে সেখানে বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি করতে ৩২ বিলিয়ন ডলার খরচ করতে হয়। তাই গার্মেন্টস সেক্টর থেকে আমাদের অর্থনীতিতে ৩ বিলিয়ন ডলার যোগ হয়। সেখানে প্রবাসীদের থেকে ২৫ বিলিয়ন ডলার আয় পুরোটাই অর্থনীতিতে যুক্ত হয়। সুতরাং প্রবাসীর আয় আমাদের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন, অতীতের সরকারগুলো যারা কথা বলেছে, অতীতের সরকার প্রবাসীদের মর্যাদা ও গুরুত্ব দেওয়া নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। অথচ, তারা প্রবাসীদের জন্য কোনো কিছুই করেনি। ড. ইউনুস সরকার আসার পর এক মাসের মধ্যেই বিমাবন্দরে প্রবাসীদের জন্য একটি লাউঞ্জ চালু করেছে। সেই লাউঞ্জে প্রবাসীরা যাওয়া এবং আসার সময় বসে বিভিন্ন রকম সেবা পাচ্ছেন।

তিনি আরও বলেন, প্রবাসীদের সমস্যা, সম্ভাবনা ও উন্নয়ন নিয়ে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বর্তমানে প্রবাসীদের সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা ও তাদের মর্যাদাসহ সকল ধরণের কাজ করছে।

এসময় মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা তাজ উদ্দীন খান, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ, জজ্বকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর সাদ্দাম হোসেন, জেলা বিএনপির নেতা ও আইনজীবি সমিতির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন,জামায়াতের মেহেরপুর জেলা শাখার সেক্রেটারী জেনারেল ইকবাল হোসাইন, বিএনপি নেতা আনোয়ারুল হক কালু, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য সচীব মোজাহিদুল ইসলামসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন এলাকার ৫৪ জন প্রবাসী, প্রবাসে গিয়ে মৃত্যু, প্রবাসীদের পরিবারকে বীমার এক কোটি ৯৩ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করা হয়।

মেহেরপুরে মানবাধিকার রক্ষায় দিলারা পারভীনের অনন্য স্বীকৃতি

মেহেরপুর জেলার মানবাধিকার ও সমাজসেবার অঙ্গনে বিশেষ অবদান রাখায় বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ও বাংলাদেশ তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশন মেহেরপুর জেলা শাথার সাধারণ সম্পাদক দিলারা পারভীন ‘মানবিক কন্যা’ খেতাবে ভূষিত হয়েছেন।

এটি নিঃসন্দেহে এক গৌরবময় স্বীকৃতি, যা তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা ও মানবিকতার নিদর্শন বহন করে।

বাংলাদেশ তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশন মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে শনিবার (১ মার্চ ) বিকেলে শহরের শরীফ আহমেদের আম্র কাননে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।

পৌর কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মোঃ এনামুল আজিমের সভাপতিত্বে সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. আবুল বাশার। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ব্যবসায়ী মোঃ মশিউর রহমান খান ও সমাজসেবক মোঃ মুক্তার হোসেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ তথ্য ও মানবাধিকার ফাউন্ডেশনের সিনিয়র সাধারণ সম্পাদক শরিফ আহমেদ।

এছাড়াও এসময় সাংবাদিক রফিকুল আলম, মোঃ আজমাইন হোসেন, মেরিয়েন শুভ্রতা, সমাজসেবী নিলুফার ইয়াসমিনউপস্থিত ছিলেন।

এসময় তারা বলেন, যারা মানবাধিকার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। মানবতার সেবায় দিলারা পারভীনের এই অবদান শুধু মেহেরপুর নয়, পুরো দেশবাসীর জন্যই অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁর এই অর্জন আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আত্মনিবেদন ও নিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব।

মেহেরপুর প্রতিদিনের পক্ষ থেকে দিলারা পারভীনকে আন্তরিক

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

গাংনীতে দিনব্যাপি “শান্তি ও সম্প্রীতি সংলাপ, প্রেক্ষিত গাংনী উপজেলা’ অনুষ্ঠিত

“স্থানীয় পর্যায়ে শান্তি-সম্প্রীতি সৃষ্টি করতে বৈষম্যহীন সমাজ, পরমতসহিষ্ণুতা, পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস আর সহযোগিতার কোনো বিকল্প নেই।’

আজ মঙ্গলবার (২৬ নভেম্বর) দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের গাংনী এরিয়া অফিস চত্তরে আয়োজিত “শান্তি ও সম্প্রীতি সংলাপ, প্রেক্ষিত গাংনী উপজেলা’ আয়োজিত শান্তি ও সম্প্রীতি সংলাপে এসব কথা বলেন অংশগ্রহণকারী ভিন্ন রাজনৈতিক দলের বক্তারা।

দি হাঙ্গার প্রজেক্টের সহযোগীতায় পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ (পিএফজি) গাংনী উপজেলা শাখা দিনব্যাপি এই সংলাপের আয়োজন করে।

সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) গাংনী শাখার সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সংলাপ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি, গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, জাতীয় কন্যা শিশু এডভোকেসি ফোরামের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ও পিএফজির উপদেষ্টা সাংস্কৃতিক সংগঠক সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশ জামায়াত ইসলাম’র গাংনী উপজেলা শাখার সূরা সদস্য ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইসচেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান সংগ্রাম, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ জাকির হোসেন,বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের প্রতিনিধি মনিরুজ্জামান আতু, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি আব্দাল হক, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) গাংনী শাখার সাধারণ সম্পাদক ও করমদি ডিগ্রি

কলেজের শিক্ষক আবু সাদাদ মোহাম্মদ সায়েম পল্টু, মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান লাইলা আরজুমান বানু, গাংনী উপজেলা শাখা জাতীয় পার্টির সভাপতি হাজি আব্দুল লতিফ, বিএনপি নেতা ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইসচেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভূট্টো, সিনিয়র সাংবাদিক জুলফিকার আলী কানন, পিএফজির গাংনী উপজেলা শাখার সমন্বয়ক রফিকুল ইসলাম বকুল, বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টির গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি কমরেড হাসেম আলী, গাংনী মডেল মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা জাহিদুর রহমান, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য অশোক চন্দ্র বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব মোজাহিদুল ইসলাম, যুগ্ম সচিব সাদ্দাম হোসেন, স্থানীয় স্কুল শিক্ষক আকলিমা খাতুন। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের গাংনী এরিয়া অফিসের সমন্বয়ক হেলাল উদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত “শান্তি ও সম্প্রীতি সংলাপে” অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সংস্থার দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের যশোর অঞ্চলের সমন্বয়ক খোরশেদ আলম, যশোর অফিসের সমন্বয়ক গিয়াস উদ্দীন প্রমুখ।

সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরে সংলাপ অনুষ্ঠানের বক্তারা আরও বলেন, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে রাজনৈতিক দলগুলোর স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভ্রাত্তত্ববোধ বজায় রাখার কোনো বিকল্প নেই। রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দের মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরী হলে স্থানীয় পর্যায়ে আইনের শাসনও প্রতিষ্ঠিত হবে, এতে বন্ধ হবে সমাজের অস্থিরতা ও সহিংসতা।

তাঁরা আরও বলেন, সমাজের কিছু ধর্মান্ধ নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে ভিন্ন ধর্মালম্বীদের ওপর উস্কানি দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের চেষ্টা করে। এসব উস্কানিদাতাদের চিহিৃত করে সকলে মিলে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সকল রাজনৈতিক দল, সকল ধর্মের ও শ্রেণী পেশার মানুষের সম-অধিকার, সুযোগের সমতা ও সমমর্যাদা গড়ে তুলতে হবে।

সংলাপে উপস্থিত গাংনী মডেল মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা জাহিদুল ইসলাম ও হিন্দু ধর্মীয় নেতা অশোক চন্দ্র বিশ্বাস উভয়ই বলেন, ‘সব

ধর্মের মূল বাণী হচ্ছে মানবকল্যাণ।

সাম্প্রতিক সনাতন ধর্মালম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব “স্বারদীয় দূর্গোৎসব” বাংলাদেশের সংকাবিহীনভাবে পালনের উজ্জল দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তাঁরা বলেন, এদেশের সকল ধর্মের মানুষ এক সাথে পূজা উৎযাপন করেছে। যা আবহমান বাঙালি সংস্কৃতিতে বিদ্যমান অসাম্প্রদায়িক চেতনা, পারস্পরিক ঐক্য, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাই আমাদের এই ধর্মীয় মূল্যবোধকে দেশ ও জনকল্যাণে কাজে লাগাতে হবে ।

অনুষ্ঠানে বৈষম্য বিরোধী দুই ছাত্রনেতা মোজাহিদ ও সাদ্দাম হোসেন বলেন, ‘বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমাদের সংস্কৃতির অনন্য বৈশিষ্ট্য। অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে সমাজে বিদ্যমান সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য অটুট রাখতে হবে।’